সংবাদ

তারিখ ৩১।১২।৮৫

পৃষ্ঠা

132

গতকাল বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে প্রাথমিক শিক্ষকদের সমাবেশ। —সংবাদ

প্রাথমিক শিক্ষকদের ৩-দফা দাবীর পক্ষে ১৫ই জানুয়ারী বিক্ষোভ দিবস

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তিন দফা দাবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং অবিলম্বে এই তিন দফা দাবী পুরণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। উক্ত তিন দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ১৫ই জানুয়ারী দেশব্যাপী বিক্ষোভ দিবস পালন করার জন্য সভায় কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব আলতাফ হোসেন। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব আ,ক,ম ফজলুল হক এবং প্রায় সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই জনসভায় বক্তৃতা করেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক বলেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং শিক্ষকরাই একটা জাতিকে গড়ে তুলতে পারেন। সেই উপলব্ধি থেকেই শিক্ষার প্রসার এবং গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই শিক্ষার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারী করা হয়েছিল, তাদের বেতন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং রেশনের সুবিধে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর প্রাথমিক তথা জাতীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে একটার পর একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। যাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা শিক্ষার আলো পেতে না পারে সেজন্য দফায় দফায় বই, খাতা, কাগজসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের দাম বাড়ানো হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, গত বছর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে মহাবিক্ষোভের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সে কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল। মহাবিক্ষোভের দিন মরহুম জিয়াউর রহমান বঙ্গভবনে যেতে পারেননি এবং মন্ত্রীরা সচিবালয় থেকে বের হতে পারেননি। সেদিন চাপের মুখে জিয়া সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী মেনে নিয়ে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন অবস্থা করা হয়েছে যাতে সমিতির সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়িত না হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষকরা পুরোপুরি সরকারী কর্মচারী থাকতে না পারেন। তিনি বলেন, এই স্বৈরাচারী সরকারের নিকট থেকে সুবচনের মাধ্যমে কোন দাবী আদায় করা সম্ভব হবে না—দাবী আদায় করতে হলে আন্দোলন করতে হবে। সংগ্রাম ছাড়া মুক্তি নেই এবং আন্দোলন ছাড়া দাবী আদায় হবে না বলে জনাব রাজ্জাক উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, দেশ আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। কোষাগার শূন্য। বিদেশ থেকে ঋণ ও সাহায্য এনে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন করলে চলবে না। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে দায়িত্ব গ্রহণ এবং আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি সকল দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

শাজাহান সিরাজ

জাসদের যুগ্ম সম্পাদক ও জাসদ সংসদীয় দলের নেতা জনাব শাজাহান সিরাজ বলেন, একটা সংসদ ভবন থাকা সত্ত্বেও ৭০ কোটি টাকা ব্যয় করে আর একটা সংসদ ভবন প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে ১০ কোটি টাকা খরচ করে বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম লাগানো হয়েছে। এই সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে আমরা কোন কথা বলতে পারি না। অথচ প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী মেনে নিতে সরকারের তেমন কোন খরচ হত না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এই সরকার দেশের মানুষের মুখে অন্ন ও গায়ে বস্ত্র দিতে পারে না, আবার নির্যাতন চালায় এবং আমাদের জেলে আবদ্ধ করে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্যের কারণেই এই গণবিরোধী সরকার আজও ক্ষমতায় টিকে আছে। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষকদের বাঁচানোর লক্ষ্যে সকল ব্যক্তিগত ও দলীয় সংকীর্ণতা ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য তিনি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহবান জানান।

সিপিবি'র সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য জনাব নুরুল ইসলাম বলেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাথে গত মার্চ মাসে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন না করে আবার তাদের রাজপথে নামতে বাধ্য করেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব আ,কা,ম ফজলুল হক বলেন, আমাদের সমিতি একটা অরাজনৈতিক সংগঠন, কিন্তু সরকার আমাদের নিয়ে রাজনৈতিক খেলা শুরু করেছেন। যদি দরকার হয়, আমরাও রাজনীতির মাধ্যমে এর জবাব দেব। আগামী ১৫ই জানুয়ারী দাবী পূরণ করা না হলে তিন দফার সাথে আরো অনেক দফা যোগ হবে বলে তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

জনসভায় আওয়ামী লীগের (মিজান) সাধারণ সম্পাদক জনাব নুরে আলম সিদ্দিকী ইউপিপি'র সাধারণ সম্পাদক জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার ওয়ার্কার্স পার্টির সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য জনাব নাসিম আলী, জাতীয় একতা পার্টির সহ সভাপতি জনাব সাইফুর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান: বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৩-দফা দাবীর সমর্থনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গতকাল পূর্ণধর্মঘট পালন করে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস হয়নি এবং ৬টি অনুষদের ৪০টি বিভাগের নির্ধারিত সাময়িক পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়নি।